দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ . 3 0. DEC .2017. ... ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 8 ... .

পাঠ্যপুস্তক সমাচার

নৃ বচন

ড. জোবাইদা নাসরীন

কীভাবে একই ঘটনা বারবার ঘটে? এগুলো কী নেহাতই ভুল। অন্তত আমার তা মনে হয় না। দৃঢ়ভাবেই মনে হয় এটি বিশাল এক রাজনীতির অংশ, যেটি নিয়ে আমাদের পষ্টাপষ্টি আলাপ তোলা খুবই জরুরি

আমাদের শৈশবে নতুন বই হাতে পাওয়া এবং এটির ঘ্রাণ অদেখা গ্রামীণ নবান্ন উৎসবের মতোই ছিল। এর কারণ ছিল অন্য। তখন প্রাথমিক স্কুলের বই বিনামূল্যে ছিল না। বই কিনতে হতো। আমরা আমাদের আগের ব্যাচের পাড়ার ভাইবোনদের কাছে বই আগেভাগে বুকিং দিয়ে আসতাম। তাই নতুন বই আমাদের কাছে সত্যিই উৎসবের মতো ছিল। তবে সেই উৎসব এখনকার মতো ঘোষণা দিয়ে হতো না। সরকারের পক্ষ থেকে হতো না। আমাদের মনে মনে উৎসব হতো, কয়েকবার করে বিভিন্নজনের বাড়ি ঘুরে ঘুরে বই সংগ্রহ করে উৎসবের মহড়া করতাম। আমাদের ছোটবেলায় মফস্বল শহরে জানুয়ারি মাসেই বই পাওয়া যেত না। মফস্বলে বই পৌঁছাতে বছরের দু-তিন মাস পেরিয়ে যেত। বছরের সেই কৈশোরের মাসগুলো পেরিয়ে যখন মা-বাবা নতুন বই কিনে দিতেন, তখন সেই বই আগলে রাখার উৎসব মনে মনে ধারণ করতাম। সেই বইয়ে আমরা কোনো দাগ পড়তে দিতাম না। জান-প্রাণ দিয়ে আগলে রাখতাম।

আমরা সেই শৈশব-কৈশোর-যৌবনের বেশ কিছুটা সময় মাড়িয়ে এখন অন্যদের শৈশবের উৎসব দেখি। অন্যান্য বছরের মতো আগামী ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেবে সরকার। অনেক বছর ধরেই বিনামূল্যে বই দেওয়া হচ্ছে। সব বিদ্যালয় একদিনে না পেলেও কিছু দিন আগে-পরে পাচ্ছে। জানি না তারা নতুন বইয়ের ঘ্রাণ পায় কিনা! তবে নতুন ক্লাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই নিশ্চিতভাবে নতুন একটি বছরের নবযাত্রারই আভাস দেয়। এই লেখার মূল জায়গা বই উৎসব নয়, বরং এই বইকেন্দ্রিক আলাপচারিতা।

গত বছর প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে 'ও'-এর উদাহরণ হিসেবে 'ওড়না' শব্দের ব্যবহার নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী সেই বই দেখি তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু কী প্রক্রিয়ায় এবার প্রাক-প্রাইমারির শিশুদের জন্য বাংলা বইয়ে এটি আবারও এসেছে? বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় 'ও' বর্ণ চেনাতে 'ওতে ওড়না' বলা হয়েছে। সরকার এবং এসবের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তারা শিশুদের মনে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ঢুকিয়ে দেওয়াকেই যৌক্তিক মনে করছেন। গত বছর অনেক সমালোচনার পরও এমন বিতর্কিত বিষয় শিশুদের বইয়ে রাখা হচ্ছে। এর অর্থই হলো, যারা এই কাজটি করছেন, তারা একই মানোবৃত্তির। গত বছরে প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে 'ওতে ওড়না চাই' লিখে সমালোচনার পরও এবার প্রাক-প্রাথমিকের 'আমার বাংলা' বইয়ে 'ও' বর্ণ চেনাতে 'ওতে ওড়না' লেখা হয়েছে। শিশু শিক্ষার্থীদের বর্ণমালা শেখাতে বইটিতে একটি মেয়েশিশুর শরীরে ওড়না দিয়ে ছবিসহ ওই বর্ণটির এভাবেই পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

এ ধরনের মনস্কতা আমাদের কী কী বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়? আমি দৃঢ়ভাবেই বলতে চাই– এগুলো একভাবে আমাদের একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে যাওয়াকে ইঙ্গিত করে, যার থেকে বাদ থাকছে না শিশুরাও। যেখানে তিন বছরের শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, সেখানে সেই শিশুদের ওড়না পড়ানো তো সামাজিকভাবে হয়তো এখন কাঙ্ক্ষিত হয়ে গেছে! শিশুকাল থেকেই একজন মেয়েকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওড়নার সংস্কৃতির সঙ্গে। এর বাইরে সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর গবেষণা করে একটি প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ উগ্রবাদী সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আমি মনে করি, শিশু শ্রেণি

থেকেই একটি শিশুর মনে একটি সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। কিন্তু সেই প্রাক-প্রাথমিকেই যদি এমন বিতর্কিত বিষয় যুক্ত রাখা হয়, তাহলে ওই শিশুরা একসময় উগ্রবাদের দিকে ঝুঁকবে, এটাই স্বাভাবিক। ফলে সংশ্লিষ্টদের উচিত ছিল পাঠ্যবইয়ে এ ধরনের বিতর্কিত বিষয় না রাখা।

'ও' ছাড়াও আরও অনেক শব্দ আছে। কেন শুধু 'ওড়না' শব্দটিকে বাছাই করা হলো পরপর দুবার? 'ও' দিয়ে 'ওলকপি', 'ওজন' কিংবা 'ওল'সহ নানা সহজ শব্দ রয়েছে। আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম 'ওল খেওনা ধরবে গলা'। একটি পরিচিত বা সহজে পরিচয় করানো যায় এমন শব্দ ব্যবহার না করে বিতর্কিত শব্দ দিয়ে শিশুদের বর্ণ শেখানোর অর্থই হলো তাদের মননে একদম ছোটবেলা থেকেই নারী-পুরুষের পার্থক্য স্পষ্ট করা এবং নারী শিশুকে ছবির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে তার পোশাক কেমন হবে। যেখানে বাংলাদেশ বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গীয় সমতায় বিশ্বের কাছে মডেল, সেখানে এ ধরনের শব্দ পাঠ্যপুস্তকে বারবার নিয়ে আসা নিরীহ কোনো বিষয় একবারেই নয়। এটা একটা সুনির্দিষ্ট রাজনীতির অংশ। এ বিষয়ে লাগাতার কথা পাড়া জরুরি।

এর বাইরে গত বছর পাঠ্যপুস্তকে আরেকটি বিষয় নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়। ২০১৭ সালের প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ের গাছে ওঠা ছাগলের ছবি নিয়ে ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক চলে। 'আ' বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি শেখাতে 'আম খাই' লিখে ছাগলটিকে গাছে ওঠা অবস্থায় দেখানো হয়েছিল। তখন এর সমালোচনা করে বলা হয়, ছাগলের আমগাছে উঠতে পারার কথা নয়। আম খাওয়ার কথা বলে ছাগলকে দিয়ে কেন সেটি খাওয়াতে হবে? এটি অবাস্তব। বরং মানুষের চিত্র যুক্ত করলে সেটাই হতো বেশি যৌক্তিক। তার পরও আগামী বছরের বইয়ে 'আ' বর্ণে শব্দ তৈরি শেখাতে ছাগলের ছবিই রাখা হয়েছে। বইটির ১১ নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম ছবিতে ছাগল দেখিয়ে বলা হয়েছে, 'অজ আসে'। দ্বিতীয় ছবিতে একটি মৌমাছির ছবি দেখিয়ে বলা হয়েছে, 'অলি হাসে'। এই ছবিতেও মৌমাছির পাশে ছাগল রাখা হয়েছে। তৃতীয় ছবিতে একটি ছাগল আমগাছের নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে বলা হয়েছে, 'আম খাই'। একই পৃষ্ঠায় আরও একটি ছাগলের ছবি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১৯ নম্বর পৃষ্ঠাতেও একটি ছাগলের ছবি দেওয়া হয়েছে। (তথ্যসূত্র একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ২০ ডিসেম্বর, ২০১৭)

বইটিতে এতবার ছাগলের ছবি দেওয়াকে অপ্রাসঙ্গিক বলে মন্তব্য করেছেন অনেক শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক। প্রথম শ্রেণির আমার বাংলা বইয়ের এক পাতায় ছাগলের চার ছবি। 'প্রথম ছবিতে এবার ছাগল গাছে ওঠেনি, গাছের নিচেই রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ছবিতে 'অলি হাসে', অলি মানে মৌমাছি। তার মানে মৌমাছি হাসে। কিন্তু সেখানেও অপ্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে ছাগলের ছবি। সেখানে কেবল মৌমাছি থাকলেই ভালো হতো। আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম 'অ'তে অজগর আসছে তেড়ে। আর 'আ' দিয়ে ছিল আমটি আমি খাব পেড়ে। কিন্তু এটি পরিবর্তন করে 'অ'তে অজ আসে ও অলি হাসে দুটো বাক্যেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে ছাগলের ছবি। গত বছর এনসিটিবিতে কাজ করছেন এমন এক বন্ধুর কাছে এই ছাগল বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, শিশুরা যেন মজা পায় তাই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এক পাতায় চারটা ছাগল দিলেও শিশুরা মজা পাবে কিংবা ছাগলই শিশুদের মজা পাওয়ার একমাত্র বিষয়– এমন তথ্য এনসিটিবিকে কে দিল?

'অ' শেষ হওয়ার পরের বর্ণ 'আ'তেও কেন অনিবার্যভাবে ছাগল উপস্থিত হলো? যেখান বাক্যটি আছে 'আম' খাব। সেখানে মানুষ আম খেতে চাচ্ছে না, দেখাচ্ছে ছাগলের ছবি আর সেখানে বলা হচ্ছে 'আম খাব'। সহজভাবেই বোঝা যায় ছাগল আম খেতে চায়। এর মানে কী এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ? বাংলাদেশে কী একটি প্রাণীকে দেখেই শিশুরা মজা পায়? আপনাদের বিশেষজ্ঞ কমিটির সবারই কী একই ধারণা? কীভাবে এই 'মনে হওয়া'র শুরু হলো। ছাগল আম খেতে চায় কী চায় না, সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, শিশুরা শিখবে কোনটির সঙ্গে সে যোগাযোগ তৈরি করতে পারবে, সেখানে মানুষ আম না খেয়ে ছাগল আম খায়– এই ছবি দিয়ে কী শেখাতে চাচ্ছেন?

পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, আগামী নতুন বই উৎসবে পাওয়া প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে শুধু একটি নয়, ওই বইয়ে মোট পাঁচটি ছাগল পাবে শিশুরা। এর মধ্যে এক পৃষ্ঠাতেই রয়েছে চার-চারটি ছাগল। কিন্তু একই বইয়ে ছাগলের এতগুলো ছবি কেন? বইটিতে বাঘ, সিংহ, হরিণ, গরু, মুরগি, পাখিসহ বিভিন্ন পশুপাখির ছবি রয়েছে। তবে কোনোটিই ছাগলের মতো বারবার ঘুরেফিরে আসেনি শিশুদের কাছে মজা দিতে।

তবে মনে হচ্ছে গত বছরের ওড়না ও ছাগল নিয়ে সমালোচনা ভালোভাবে নেয়নি এনসিটিবি, যার কারণে আরও বেশি করে ছাগল নিয়ে এসেছে শিশুদের জন্য। আর ওড়নাও থাকছে ছোট শিশুদের জন্য। আগে ওড়না ছিল ছয় বছরের শিশুদের জন্য, এখন সেটি নেমে এসেছে ছয় বছর বয়সী নিচের শিশুদের জন্য। কীভাবে একই ঘটনা বারবার ঘটে? এগুলো কী নেহাতই ভুল। অন্তত আমার তা মনে হয় না। দৃঢ়ভাবেই মনে হয় এটি বিশাল এক রাজনীতির অংশ, যেটি নিয়ে আমাদের পষ্টাপষ্টি আলাপ তোলা খুবই জরুরি।

❑ ড. জোবাইদা নাসরীন : শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
zobaidanasreen@gmail.com